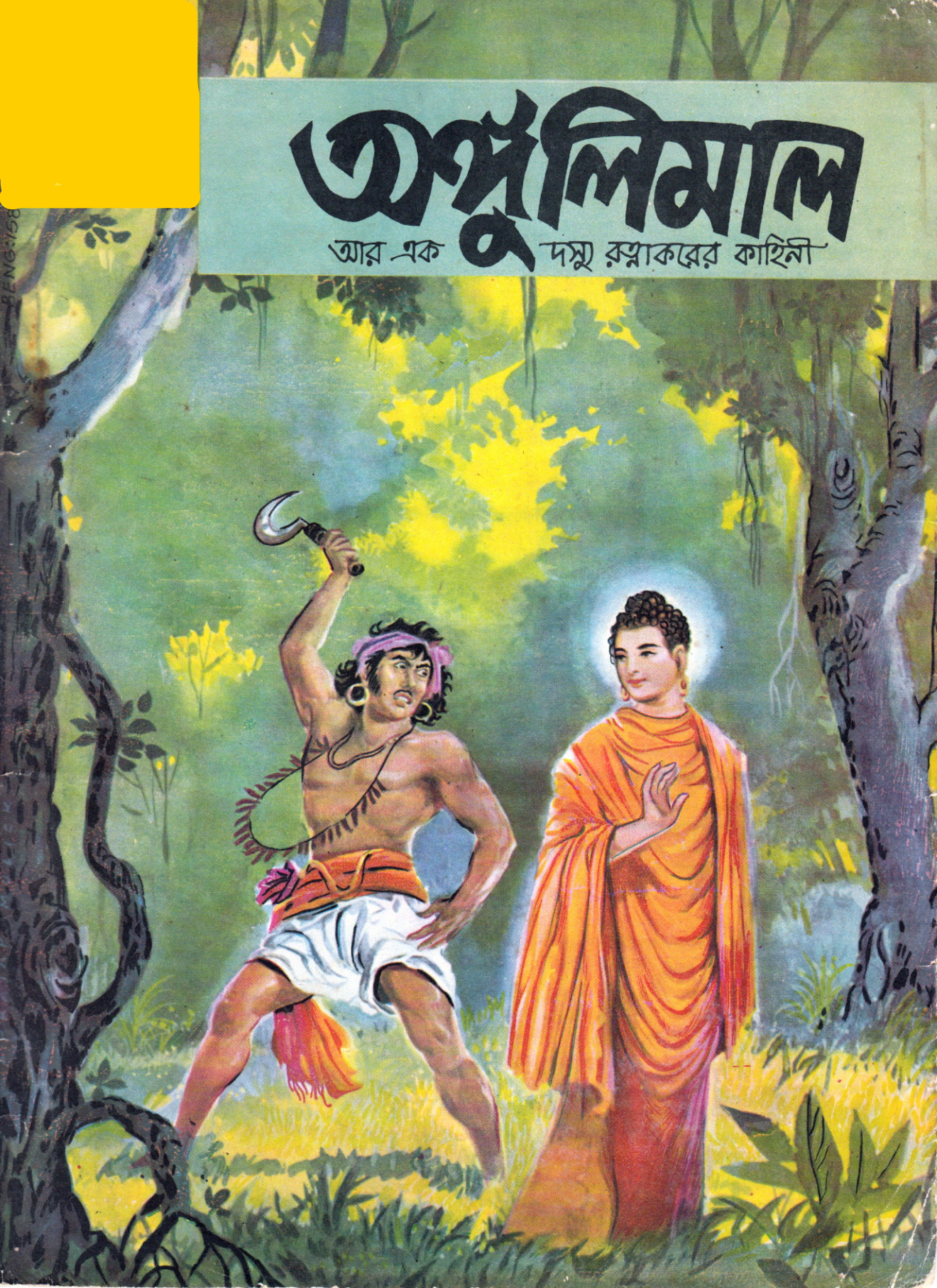


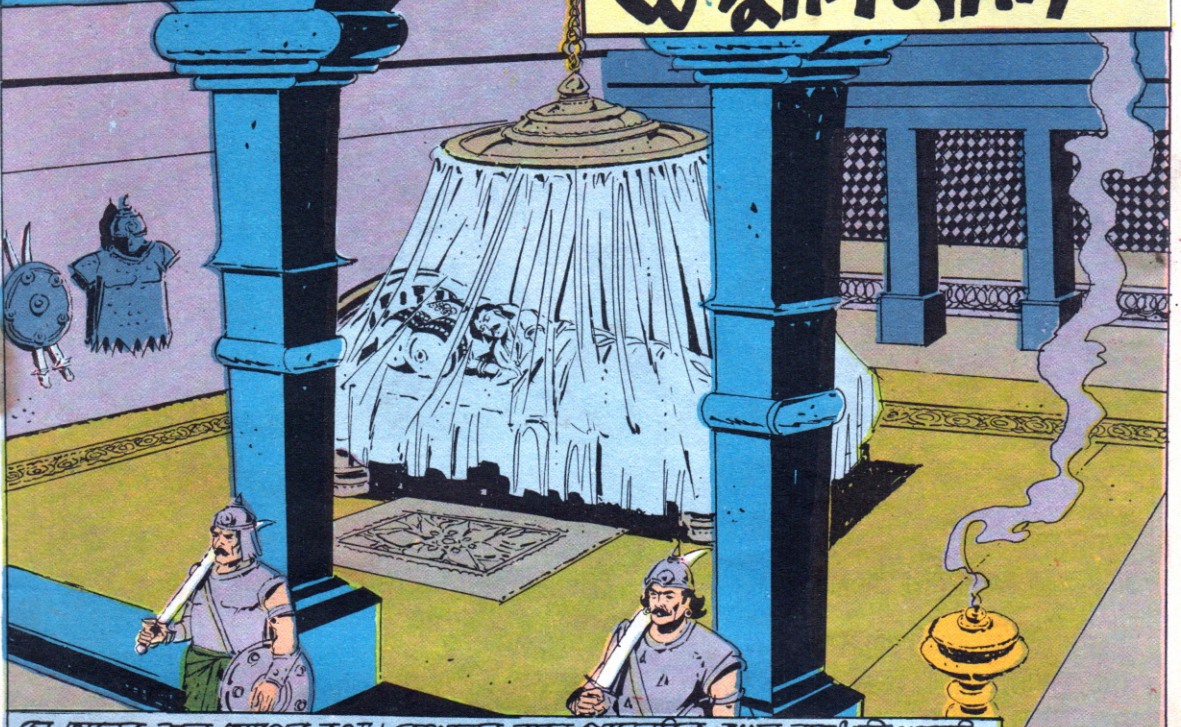
অশ্লীলমাল

আর এক দম্ভ রথাকরের কাহিনী

ENG-158

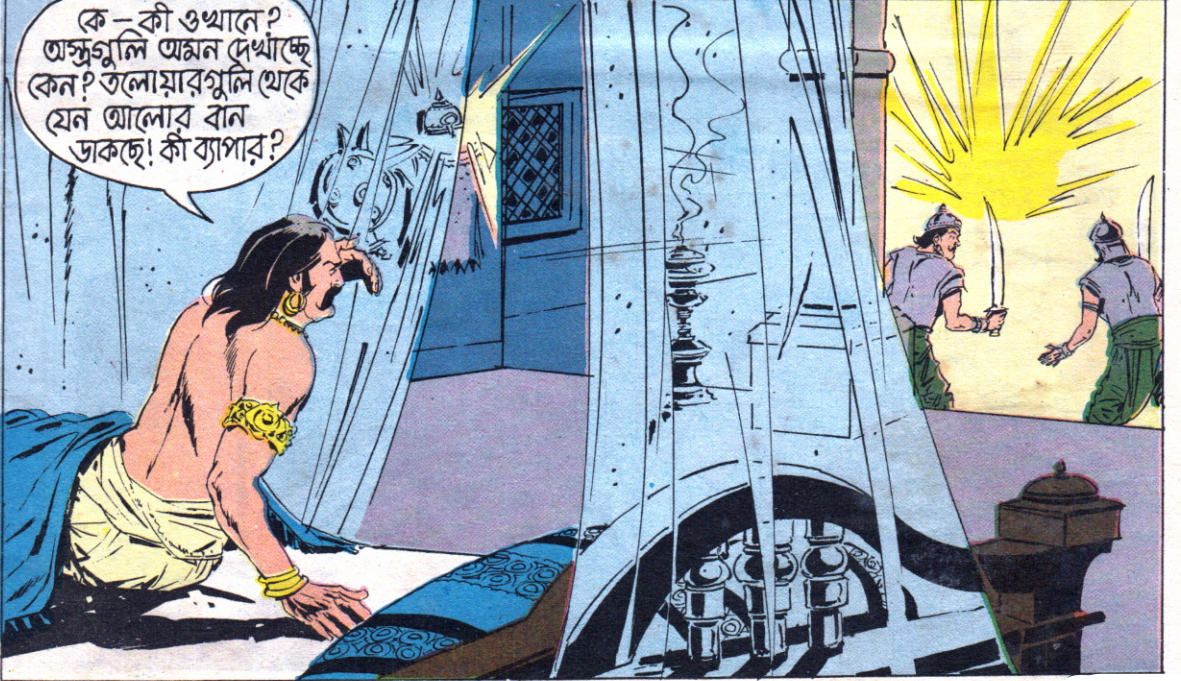


অষ্টলিমাল



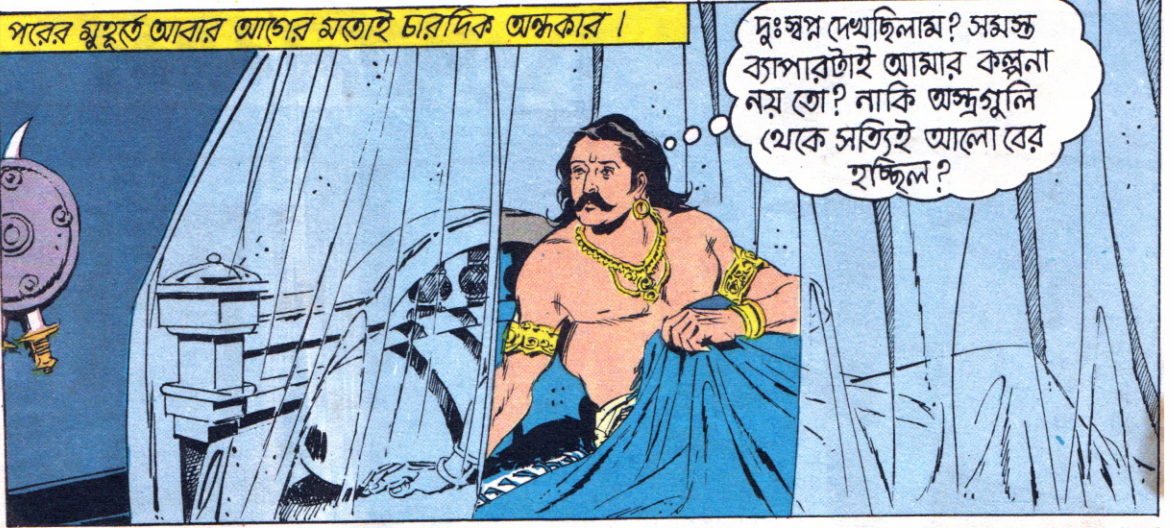
সে অনেক কাল আগের কথা। কোশলের রাজা প্রসেনজিত তখন রাজধানী শ্রাবস্তী থেকে রাজ্য শাসন করতেন। একরাতে, তাঁর দু'চোখ যখন ঘুম জড়িয়ে এসেছে...

... ঘর ভর্তি কেবল আলো আর আলো। রাজার ঘুম ভেঙে গেল।



কে - কী ওখানে?
অস্ত্রগুলি অমন দেখাচ্ছে
কেন? তলোয়ারগুলি থেকে
যেন আলোর বান
ডাকছে! কী ব্যাপার?

পরের ঘুমুহুত আবার আগের মতোই চারদিক অন্ধকার।



দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম? সমস্ত
ব্যাপারটাই আমার কল্পনা
নয় তো? নাকি অস্ত্রগুলি
থেকে সত্যিই আলো বের
হচ্ছিল?

ঐ রাতি ভোর হলো। এবার
রাজা তাঁর প্রেমের উত্তর
সেলেন।

মাকরায়ে কোশলের অস্ত্র-
গারে মাদের ঘরেই অস্ত্র
রয়েছে, ঐ আশ্চর্য আলো
ঘুমন্ত মানুষদের চোখ
কলসে দিয়েছে।

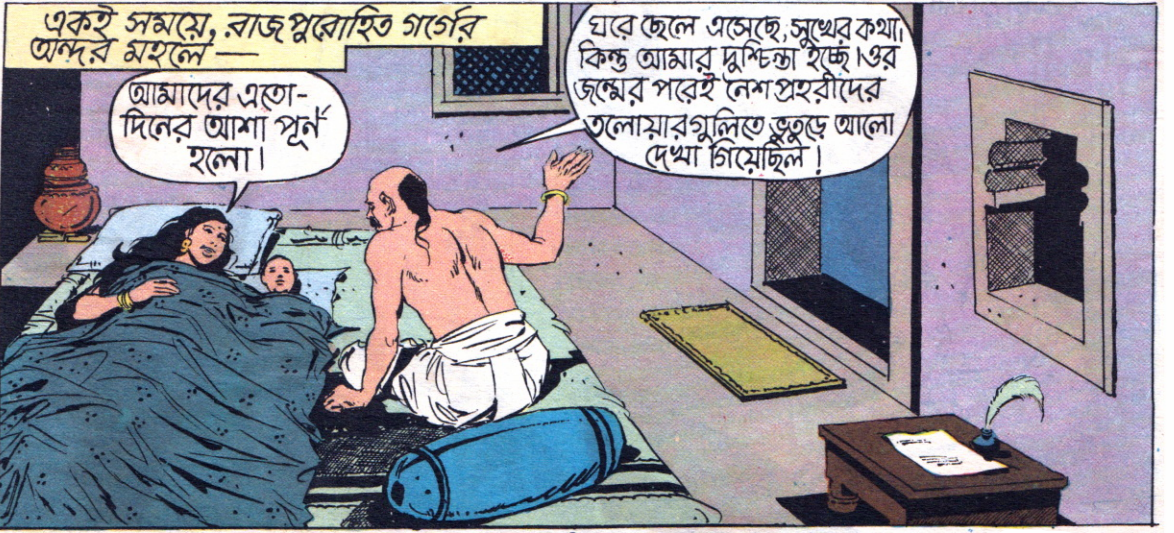


গত কাল এক
অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে,
মহারাজ!

একই সময়ে, রাজপুরোহিত গর্গের
অন্দের মহলে—

আমাদের এত-
দিনের আশা পূর্ণ
হলো।

ঘরে ছেলে এসেছে, সুখের কথা।
কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ওর
জন্মের পরেই নৈশপ্রহরীদের
তলোয়ারগুলিতে ভুতুড়ে আলো
দেখা গিয়েছিল!



গর্গ একজন নাম্বকরা জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা করলেন—



বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে,
এই ছেলে এক দিন
ডাকাত হবে—সম্রাজের
শত্রু হবে!

গর্গ রাজার সঙ্গে দেখা করলেন,
তাকে সব কথা খুলে বললেন।



আহ! এতোক্ষণে
অঙ্কশুলির রহস্য
বুঝতে পারলাম!

মহারাজ! যে ছেলে
ভবিষ্যতে রাজ্যের
অঙ্কশুলি ডেকে
আনবে, তাকে আমি
পালতে পারবোনা!



শাস্ত্রে বলে, একশো জন
মানুষের নিরাপত্তার জন্য দর-
কার হলে একজন মানুষের
প্রাণ নেওয়া যেতে পারে।
আপনার অনুমতি পেলে ওকে
আমি বধ করবো।

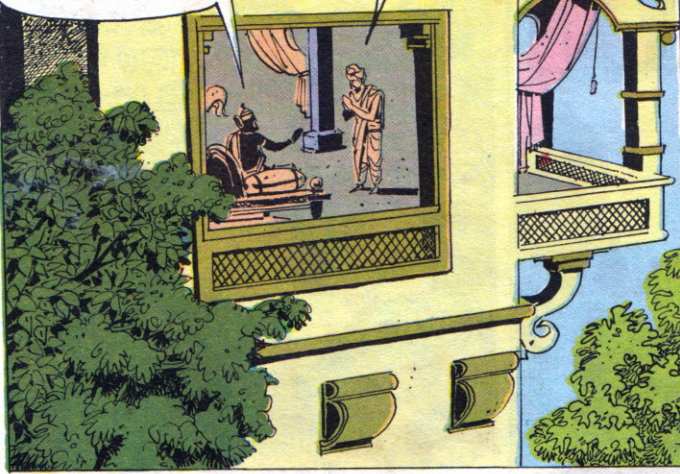
না! একজন
নিদোষ শিশুকে
আপনি হত্যা
করতে পারবেন না।



ভগবান বুদ্ধ আমাদের
এই শিক্ষা দিয়েছেন, প্রত্যেক
মানুষের জীবনটাই ভালো।
শুধু, তাকে সুযোগ দিতে
হবে।

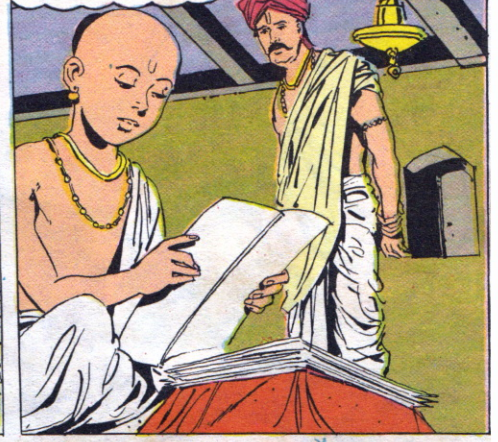
ছেলেকে ভালো করে লেখাপড়া শেখান। আপনি যত্ন নিলে ভবিষ্যতে ও একজন সৎ নাগরিক হবে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বেশ, তাই হবে। যাতে ওর মন ভালো হয়, সেজন্য আমি সাধ্য-মন্ত্রে চেষ্টা করবো।



ছেলের নাম রাখা হলো অহিংসক। ঘর আলো করে শিশু বড় হতে লাগলো।

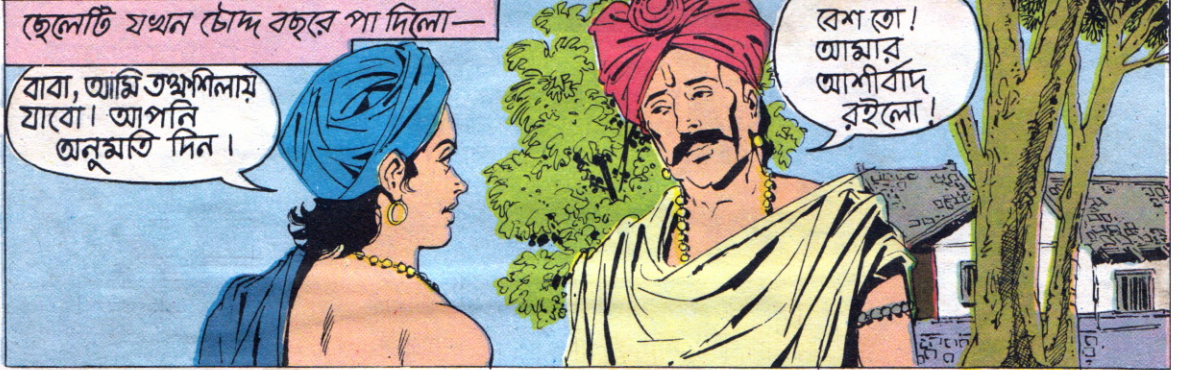
লেখাপড়ায় যার এতো মন, সে কখনও ডাকাত হতে পারে? আমার যত্ন, ওর পরিশ্রম—সব নিশ্চল হবে?



ছেলেটি যখন চৌদ্দ বছরে পা দিলো—

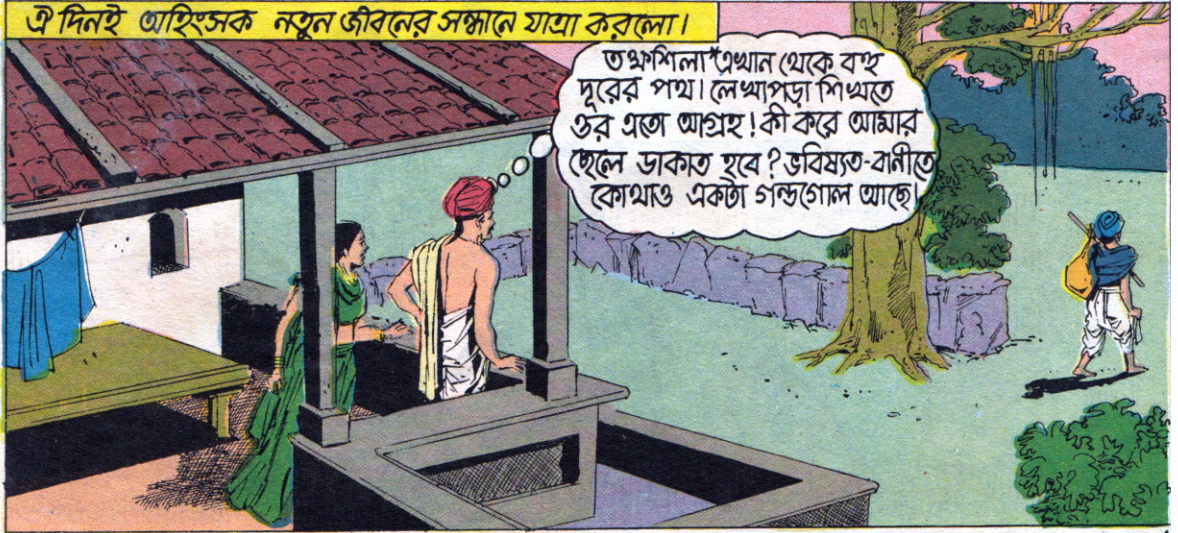
বাবা, আমি তপ্পশিলায় যাবো। আপনি অনুমতি দিন।

বেশ তো! আমার আশীর্বাদ রইলো!



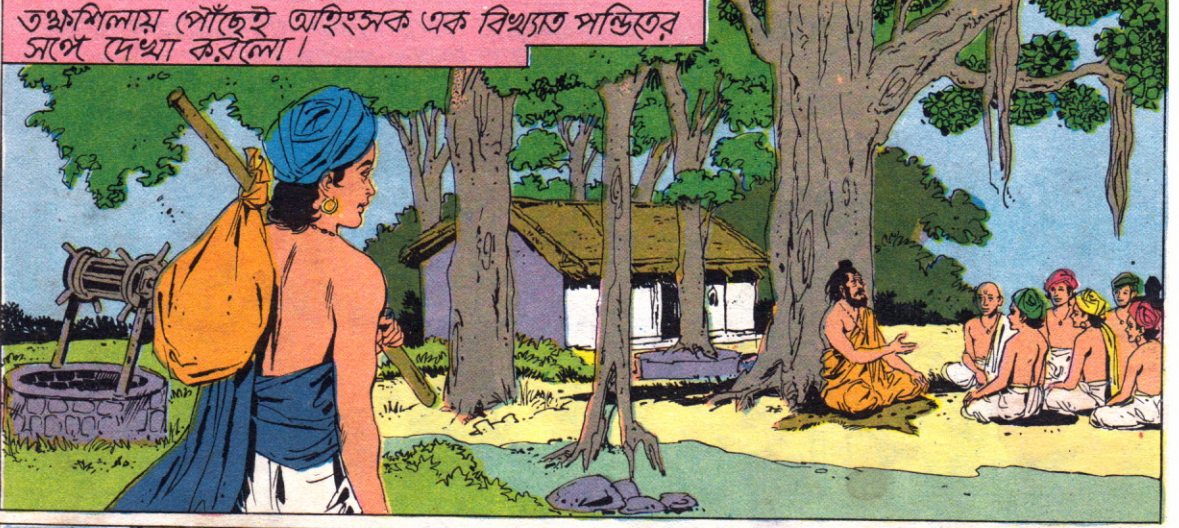
এ দিনই অহিংসক নতুন জীবনের সন্ধানে যাত্রা করলো।

তপ্পশিলা গ্রাম থেকে বাহু দূরের পথ। লেখাপড়া শিখতে ওর এতো আগ্রহ! কী করে আমার ছেলে ডাকাত হবে? ভবিষ্যৎ-বানীতে কোথাও একটা গন্ডগোল আছে



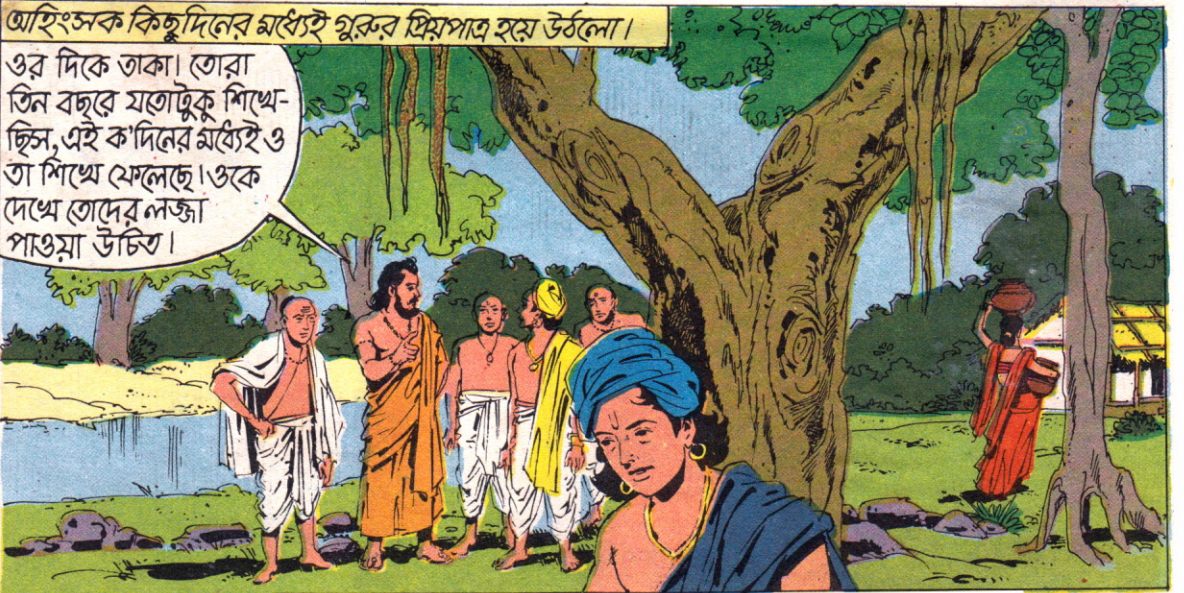
* সেকালে তপ্পশিলা ছিল বিদ্যাচারের পীঠস্থান

তক্ষশিলায় পৌঁছেই অহিংসক এক বিখ্যাত সন্তির
সঙ্গে দেখা করলো।



অহিংসক কিছুদিনের মধ্যেই গুরুর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো।

ওর দিকে তাকা। তোরা তিন বছরে যতোটুকু শিখেছিস, এই কদিনের মধ্যেই ও তা শিখে ফেলেছে। ওকে দেখে তোদের নজা পাওয়া উচিত।



গুরু বলতেন ভালোর জন্য। ছাত্রদের মন
কিন্তু বিম্বিয়ে উঠলো।

আহিংসকের
বড় বড়
বেড়েছে!

গুরুর প্রশংসায় ও
ধরাকে সরা জান করছে।

এর একটা
বিহিত করতেই
হবে!



গুরুশিষ্যের জিতরে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য তারা
মড়যন্ত্র করতে লাগলো।

তাজতাজি! উনি
আসছেন, এখনই নাটকটা
শুরু করতে হবে!



আহিংসক
সত্যিই বড়
পন্ডিত।

গুরুদেব তো এই
জনেই এর
প্রশংসা করেন।

ও গুরুদেবের
চেয়েও বড়
পন্ডিত!

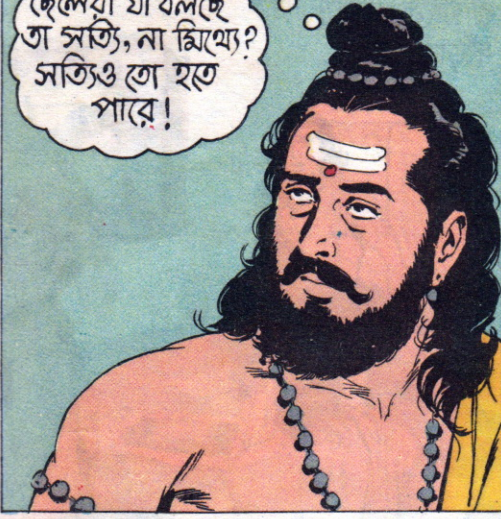


অস্তুত
আমাদের গুরুপত্নী
সে রকমই
ভাবেন।



গুরুর ঝানে সন্দেহ দেখা দিলো।

ছেলেবা যা বলছে
তা সত্যি, না মিথ্যে?
সত্যিও তা হতে
পারে!



একদিন হয়তো
সবাই ওকে দেখিয়ে বলবে,
ও আমার চেয়ে বড় পন্ডিত।
সেটা কী করে হয়? তার
আগেই ওকে তড়াতে
হবে!



যেই অন্দরমহলে পা দিয়েছেন—

আম্মার স্ত্রী কি সত্যিই ঝানে করেন
ও আম্মার চেয়ে বড় পন্ডিত?
কী ঝানোযোগ দিয়ে ওর কথা
শুনছেন! হয়তো আম্মার চেয়ে
ওকেই বেশী শ্রদ্ধা করেন!



ক্যাপার
যাই হোক, ওকে
তড়াতে হবে!



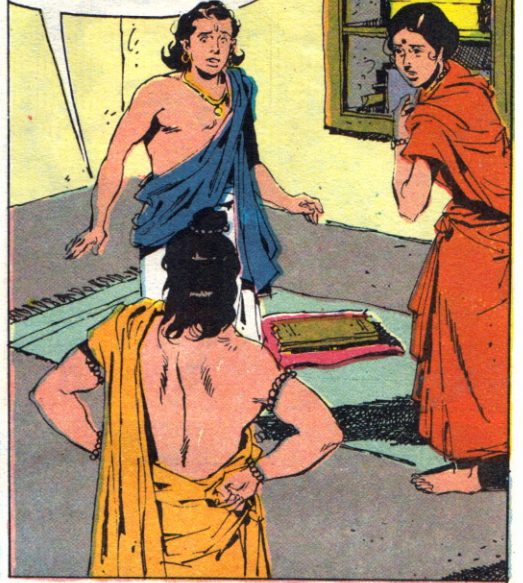
নিঃশব্দে পা-টিপে তিনি ঘরে ঢুকলেন যাতে ঘরের মানুষ দুটি তাঁর উপস্থিতি টের না পায়। তারপর—



অহিংসক!
উঠে দাঁড়াও!

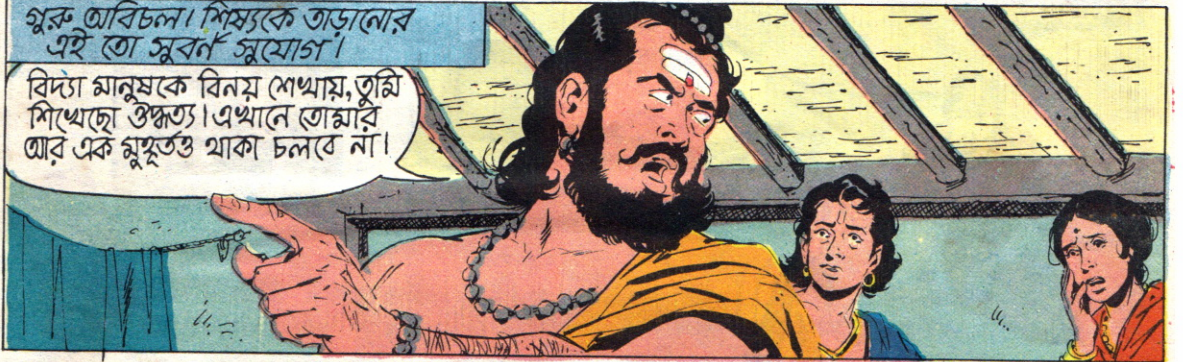
এতোখন এখানে দাঁড়িয়ে
আছি! তোমার এতো স্বপ্না,
আমাকে দেখেও উঠে
দাঁড়ালে না?

অপরাধী আমি
করুন...



গুরু অবিচল। শিষ্যকে তড়ানোর
এই তো সুবর্ণ সুযোগ।

বিদ্যা মানুষকে বিনয় শেখায়, তুমি
শিখেছো গুরুত্ব। এখানে তোমার
আর এক গুরুত্বও থাকা চলবে না।

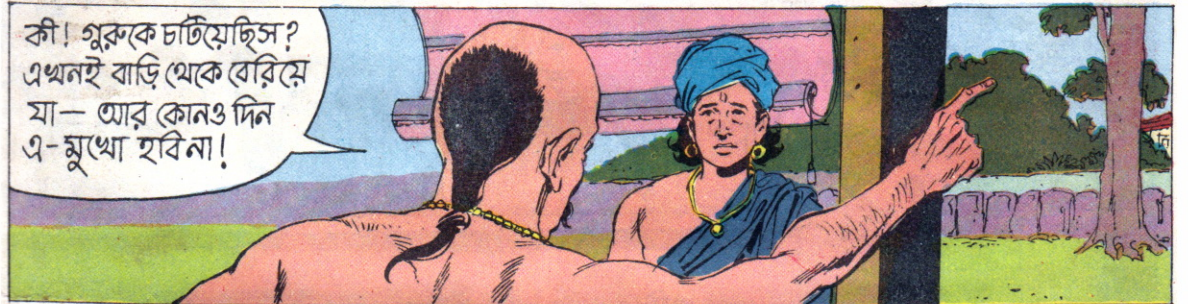


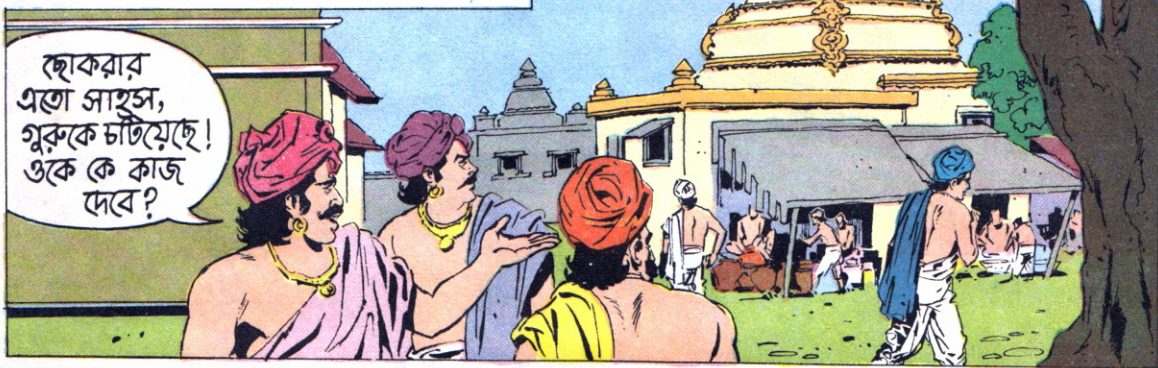
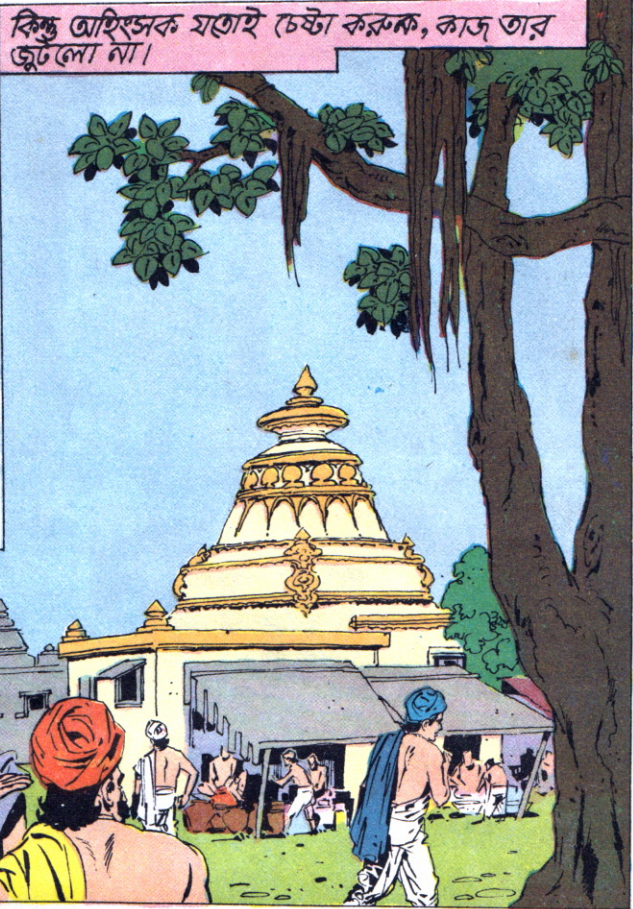
বিস্ময়ে, বেদনায় অহিংসক গুরু গৃহ ত্যাগ
করলেন। গুরু-ভাইয়েরা ভীষন খুশি, তাদের
চর্যান্ত সম্মেলন হয়েছে।

হাত নাহে খল!



খলবে
না? বুজিটা
কার?



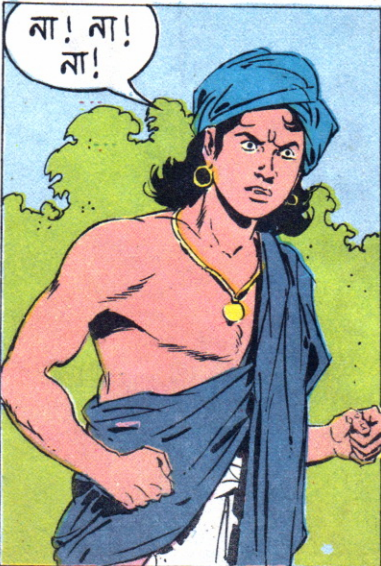




কোশলে তার জায়গা নেই, সাম্মনে শুধুই রাস্তা—



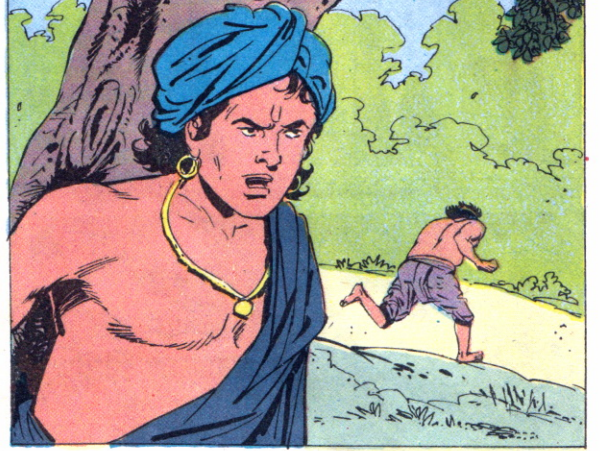
সহসা —



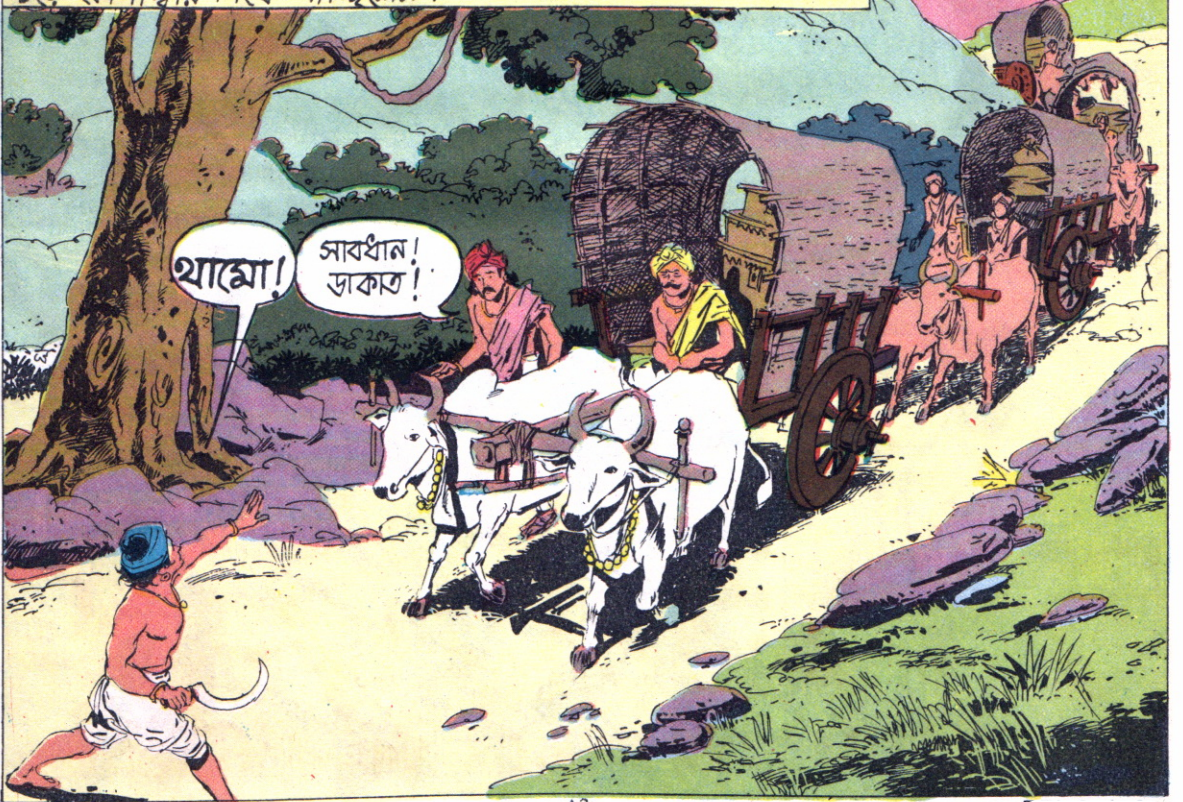


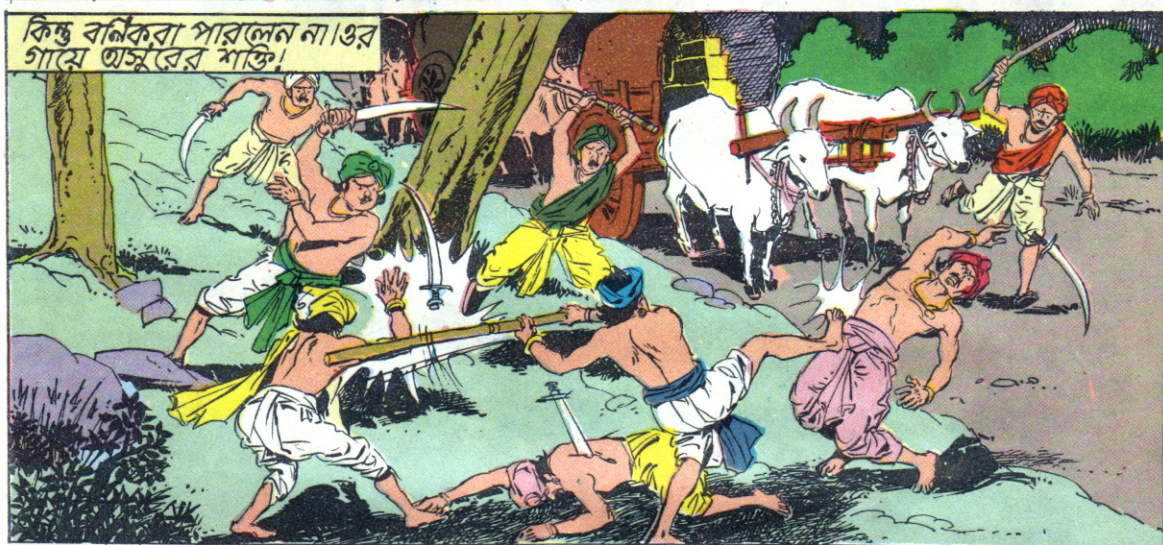
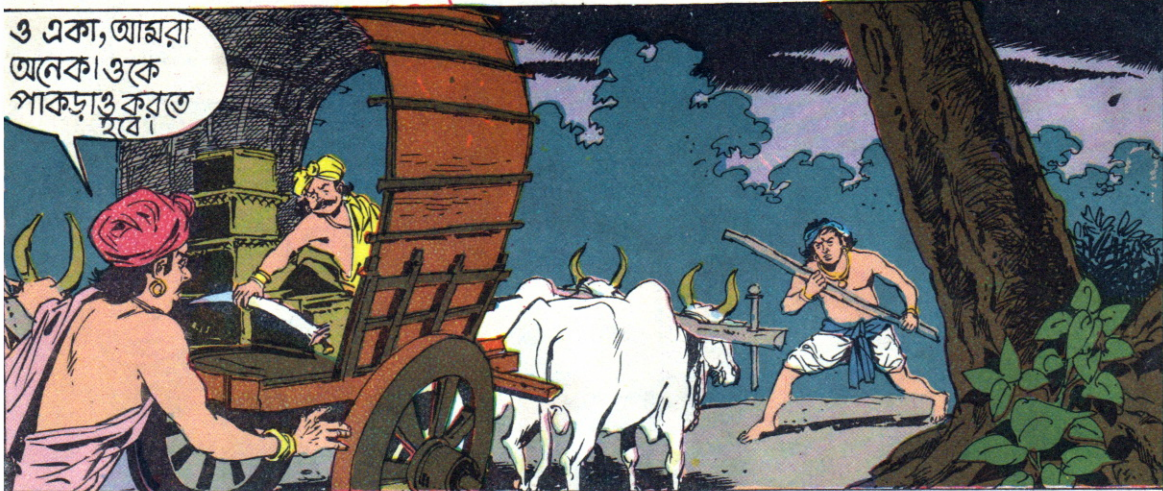
হাড়া পেয়ে ডাকাত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো।

তাহলে বাঁচার একটা
রাস্তা আছে- ডাকাতি
করা। আমার উপর যে
অত্যাচার ওরা করেছে,
তারও কিছু শোধবেশি
হয়ে যাবে।



ঐ দিন, - সূর্যদেব সবে অস্ত গিয়েছেন - একদল বানিক গরুর গাড়িতে
চড়ে কিশোরী দিকে যাচ্ছিলেন।





একটার পর একটা নিষ্ঠুর হত্যার খবর যখন কোশলে
পৌঁছালো—

ও একটা
দানব!

লোকটা
কে?

কেউ জানে না
লোকটা কে,
কোথা থেকে
এসেছে!

গলায়
অদ্ভুত মালা...

লোকে ওর
নাম দিয়েছে—
অণ্ডুলিহ্মাল!*

আজকে ক'জনেই বা চিন্তা?
অণ্ডুলিহ্মালকে কে না চেনে?

কৌশাঙ্গী যাওয়ার সোজা পথটিতেই অণ্ডুলিহ্মালের আস্তানা। বনিকদের
পাশে অনেক সময় ঘুর পথ দিয়ে যাতায়াত সম্ভব হয় না। কিন্তু
অণ্ডুলিহ্মাল যে মানুষকে বাঘের চেয়েও ভয়ানক!

থামো!

অণ্ডুলিহ্মাল! দ্রুত
গাড়ি চালাও!

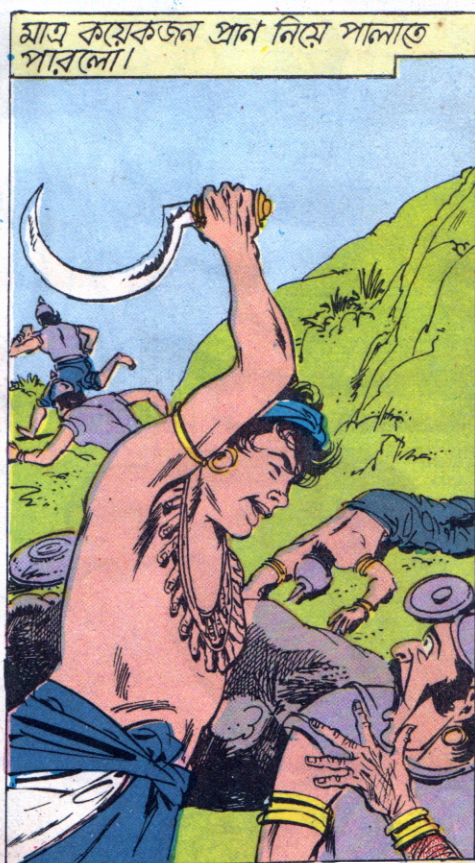
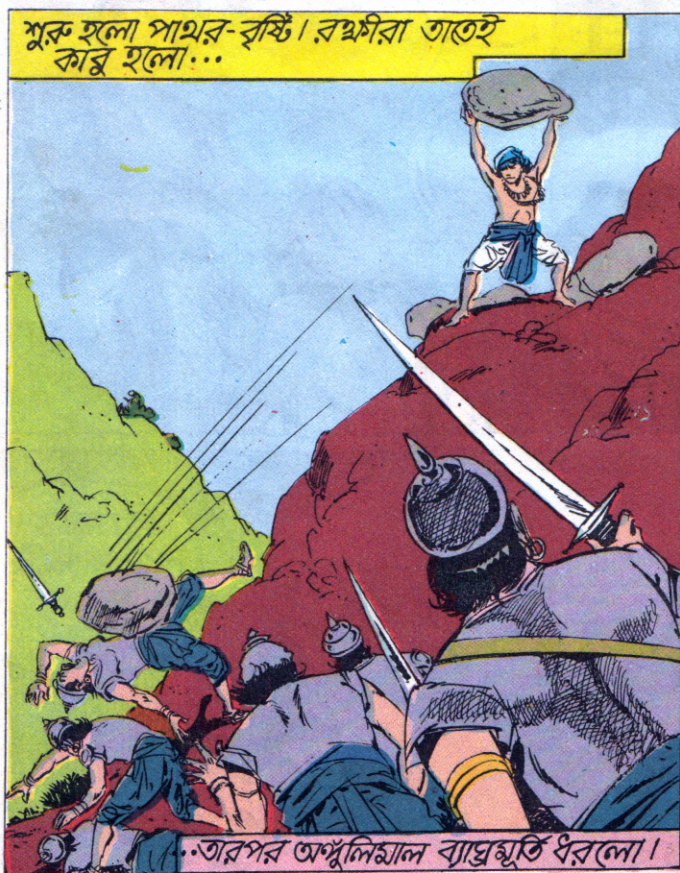


হা! হা! আমার কচ্ছ
থেকে পালাবে? এবার
নেমে এসো, বাছাইন!

* কড়ে আঙুলের মালা যার গলায়

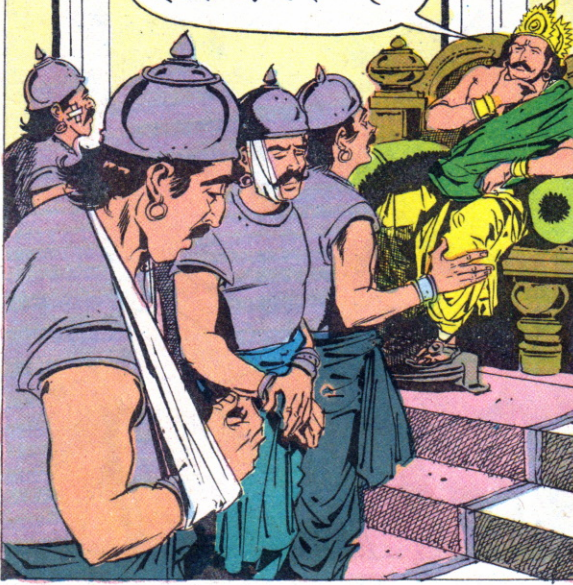
বীভৎস হত্যাকাণ্ড যখন শেষ হলো, তখন শকুনেরা এলো —





রাজার কানে যখন খবরটা
পৌঁছালো—

একজন ছাত্র লোক, তার
সঙ্গে তোহারা গেরে উঠলেনা!



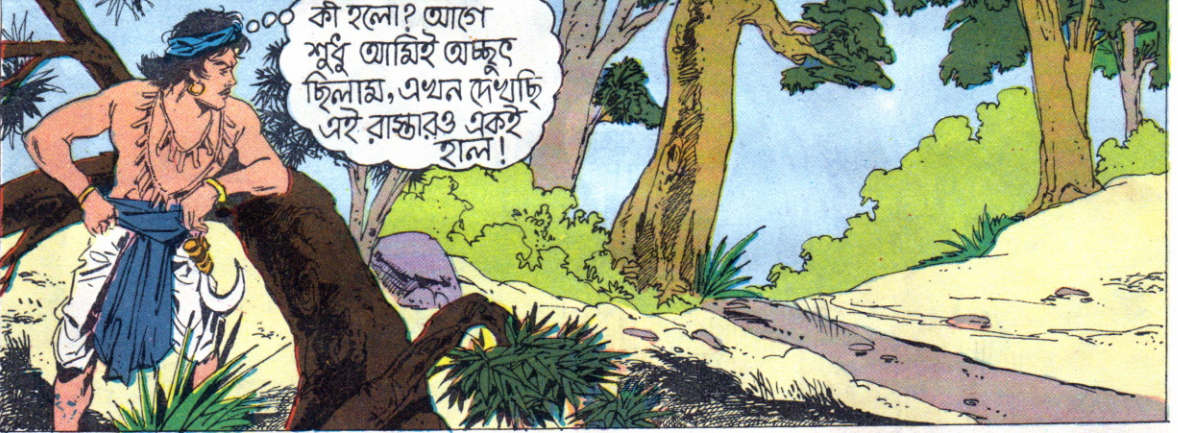
সূর্যাস্তের পর ঢাকঢোল বাজিয়ে নগরবাসীদের
জানানো হলো—

জনসাধারণকে সতর্ক
করে দেওয়া হচ্ছে, অঙ্গুলি
মানকে তাঁরা এড়িয়ে
চলুন। যাঁরা কৌশাঙ্ঘী
যাবেন, মগধের রাস্তা
ধরুন—ওটাই নিরাপদ
রাস্তা।



দিন আসে, দিন যায়— রাস্তা জনশূন্য!

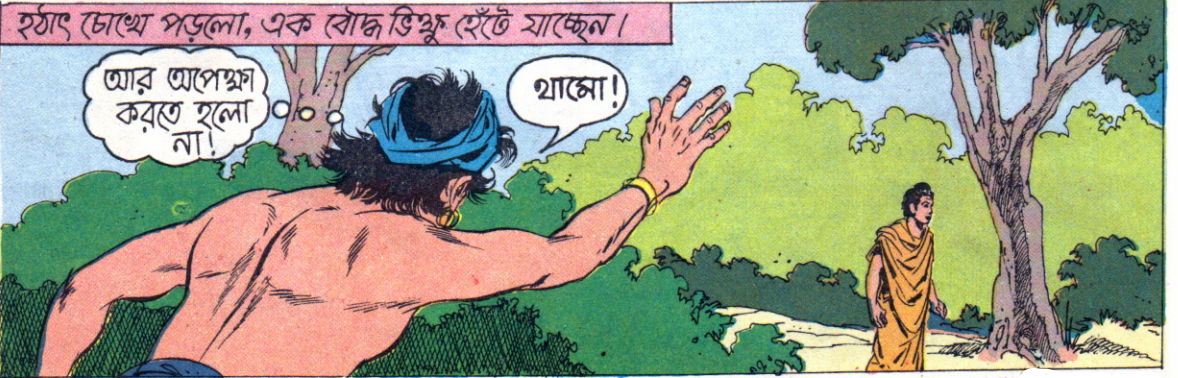
কী হলো? আগে
শুধু আমিই অক্ষুণ্ণ
ছিলাম, এখন দেখাছি
এই রাস্তারও একই
হাল!



হঠাৎ চোখে পড়লো, এক বুদ্ধ ঔষধু হেঁটে যাচ্ছেন।

আর অপেক্ষা
করতে হলো
না!

থামো!



অপ্সুনিহাল ডিঙির পিছনে ছুটলো।



সন্ন্যাসী খুব আস্তে হাঁটছিলেন, আর অপ্সুনিহাল প্রানপন ছুটছে। তবু দূরস্থ যেন থেকেই থাকে! একী অবাক কাণ্ড!

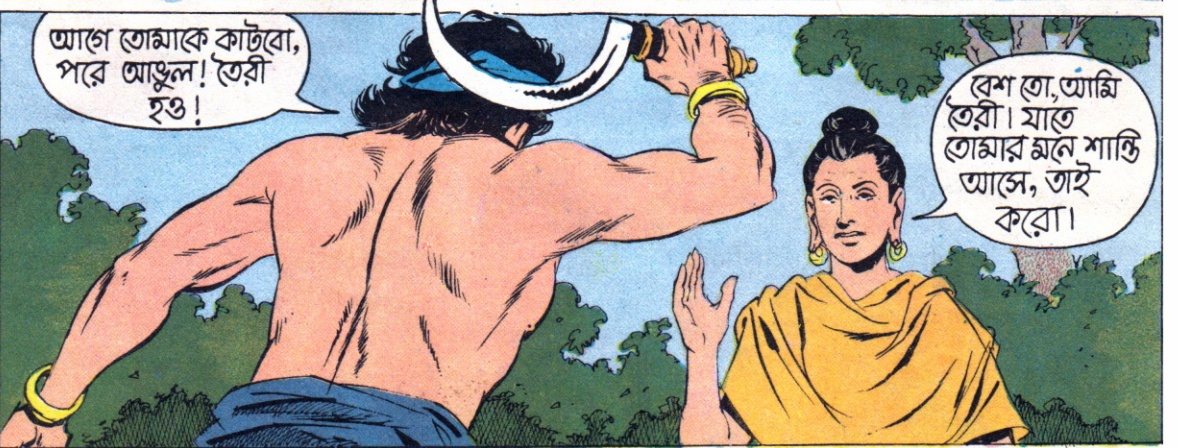


ক্লান্ত হয়ে, এক সময়ে সে থমকে দাঁড়ালো।



সন্ন্যাসী
মশাই, একটু
থান্নো!

আমি তো থেমেই আছি,
বিস্রাম নিচ্ছি। তুমিই
শ্রমাগত নড়াচড়া
করছো!





শ্রাবস্তীর সীমান্ত ছুঁয়েই বৌদ্ধদের মঠ। ডিম্বু অশ্বিনীহালকে সেখানে নিয়ে গেলেন।



পরদিন প্রত্যুষে রাজা প্রজেনজিত বুদ্ধ দর্শনের জন্য মঠে এলেন। বুদ্ধ তাঁকে সমস্ত চক্ষুণ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন —

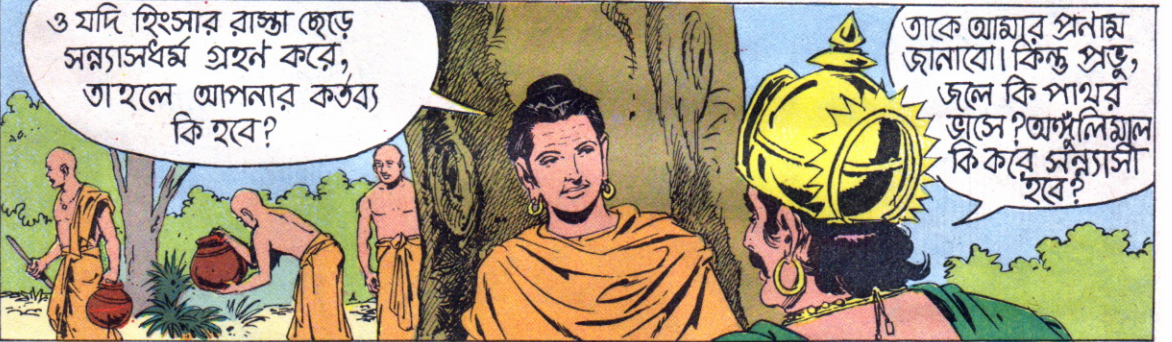
মনে হচ্ছে,
কোনও বিশেষ
কাজে বেরিয়েছেন?

হ্যাঁ, প্রভু! দানব অঙ্গুলি-
মালকে উচ্ছেদ করবো, এই
প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি।
আপনার আশীর্বাদ চাই।



ও যদি হিংসার রাজ্য ছেড়ে
সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে,
তাহলে আপনার কণ্ঠ্য
কি হবে?

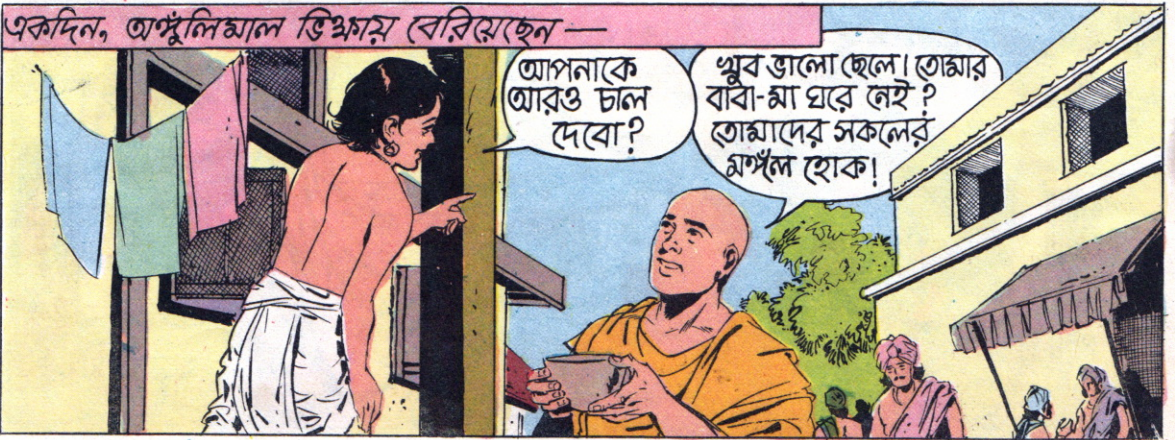
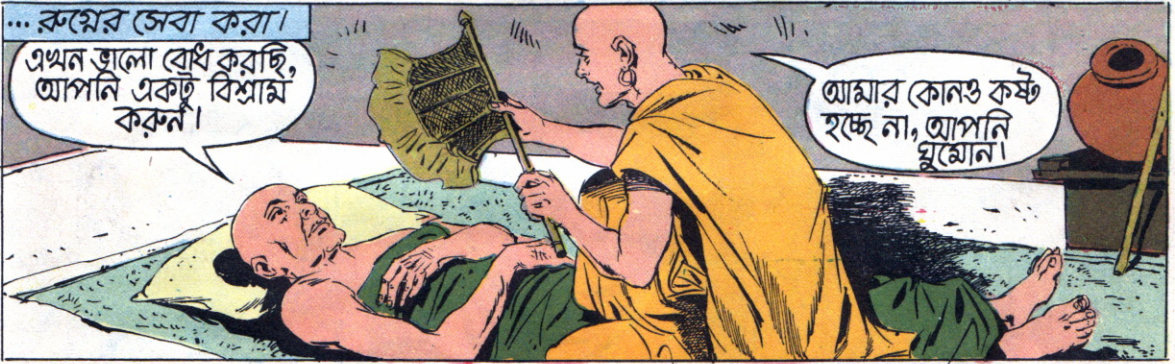
তাকে আমার প্রণাম
জানাযো। কিন্তু প্রভু,
জলে কি পাথর
ভাসে? অঙ্গুলিমাল
কি করে সন্ন্যাসী
হবে?



তাই তো হয়েছে। ঐ
দেখুন, সে গাছে
জল তালছে!

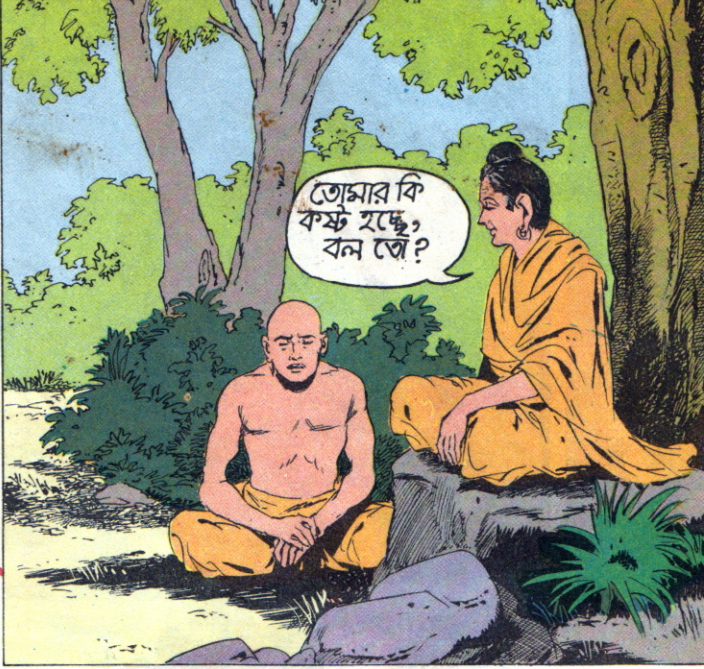
সে কি!



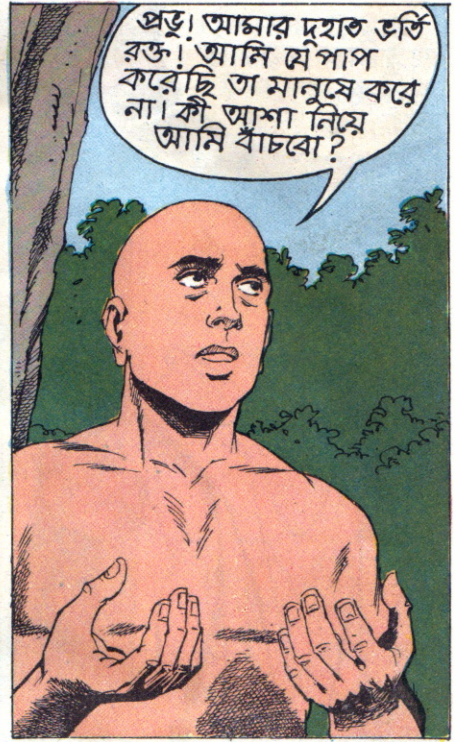




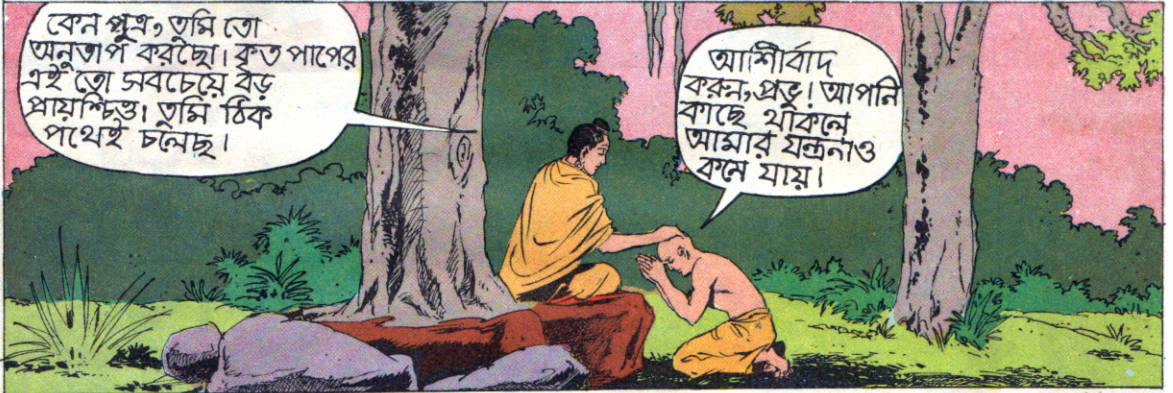
অপুনিমানর মনে যে পরিবর্তন দেখা দিল তা
বুদ্ধের চোখে এড়ানো না।



তোমার কি
কষ্ট হচ্ছে,
বন জে?

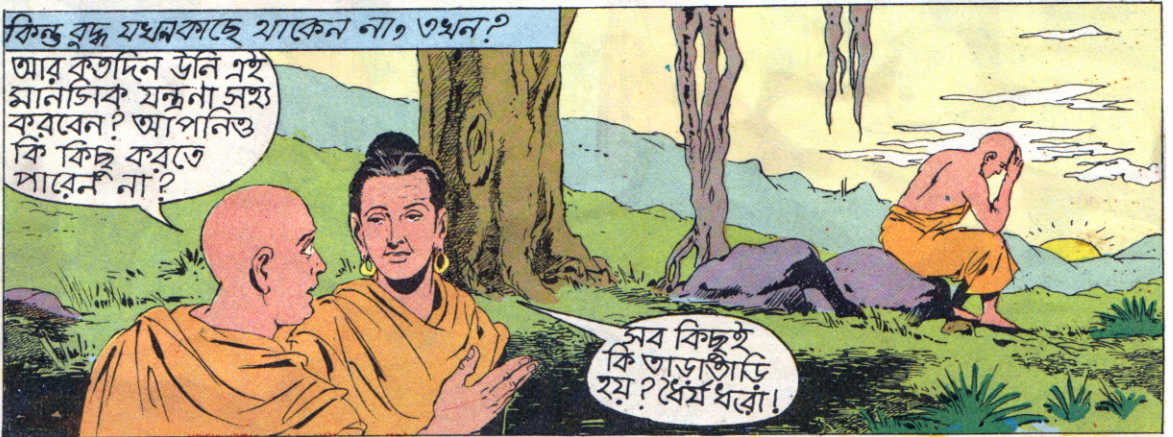


প্রভু! আমার দুহাত ভর্তি
রক্ত! আমি যে পাপ
করেছি তা মানুষে করে
না। কী আশা নিয়ে
আমি বাচবো?



বেন পুত্র, তুমি তো
অনুতাপ করছো। কৃত পাপের
এই তো সবচেয়ে বড়
প্রায়শ্চিত্ত। তুমি ঠিক
পথেই চলিছ।

আশীর্বাদ
করুন, প্রভু! আপনি
বাঁচছেন থাকলে
আমার যত্ননাও
করুন যায়।

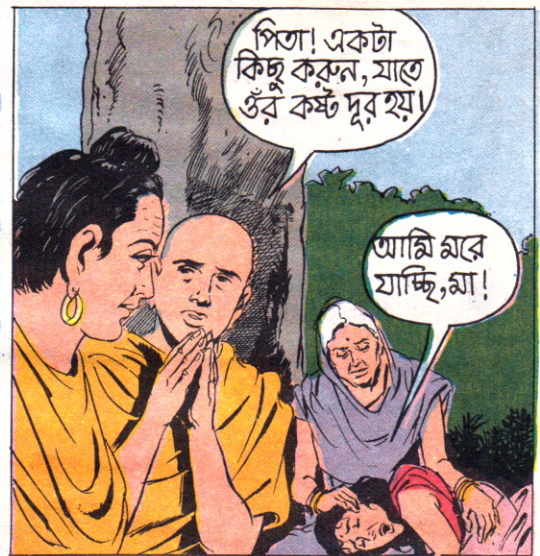


কিন্তু বুদ্ধ যখনবাঁচছেন থাকেন না, তখন?

আর কতদিন ডনি এই
মানসিক যত্ননা সম্ভব
করবেন? আপনিও
কি কিছু করতে
পারেন না?

সব কিছুই
কি তাড়াতাড়ি
হয়? ধৈর্য ধরুন।

কয়েকদিন এই ভাবেই কাটলো। একদিন অশ্বিনীমানকে নিয়ে
বুদ্ধ রাস্তায় বের হয়েছেন, হঠাৎ—



পুত্র একী পাগলাছো! — তব অশ্লীলমান বুদ্ধের
আদেশ পালন করলেন।



কী করে আমার মতো
একজন খুনি পাপী
ওকে বাঁচাবে?
আমি সন্তানে মানুষ খুন
করেছি কিনা তা আমি
জানিনা। যদি একথা সত্যি
হয়, উনি ভালো হয়ে
উঠুন।

আবার দু'জনে যাত্রা শুরু করলেন।
কয়েক পা যেতেই —



একটু
অপেক্ষা
করুন।

আবার ডাকছেন,
কথাটা নিশ্চয়ই
বেড়েছে।

কিন্তু তাঁর ভয় মিথ্যা। বৃদ্ধার কোলে তখন সদ্যজাত
শিশু।



আপনাদের
আশীর্বাদে আমার
মেয়ে বেঁচে উঠছে।
দবার আমার নাতিকে
আশীর্বাদ করুন।



করুনাময়
বুদ্ধ ওকে
আশীর্বাদ
করবেন।

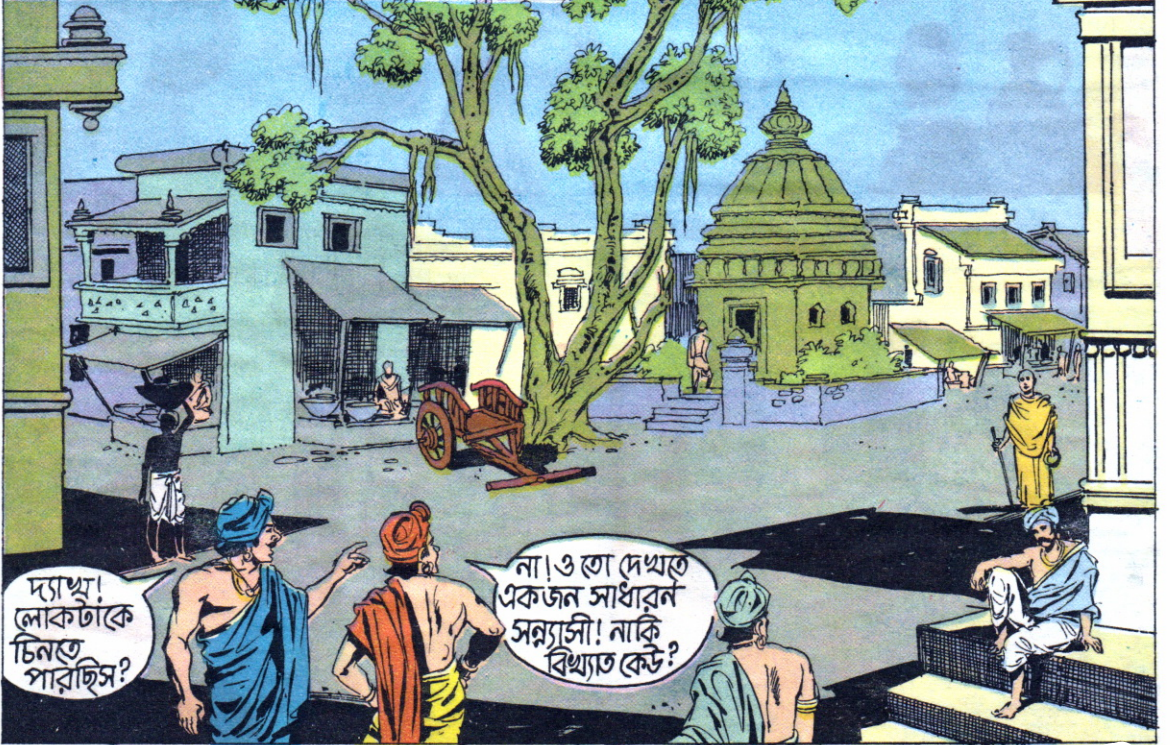
আপনারা দু'জনেই
আশীর্বাদ
করুন।

গুরুশিষ্য উভয়েই শিশুটিকে আশীর্বাদ করলেন।

বুদ্ধা বিদ্যায় নেবার পর —



বুদ্ধের পদধূলি নিয়ে নতুন ছানুষটি প্রবেশের দিকে যাওয়া করলেন। যখন নগরে প্রবেশ করলেন —

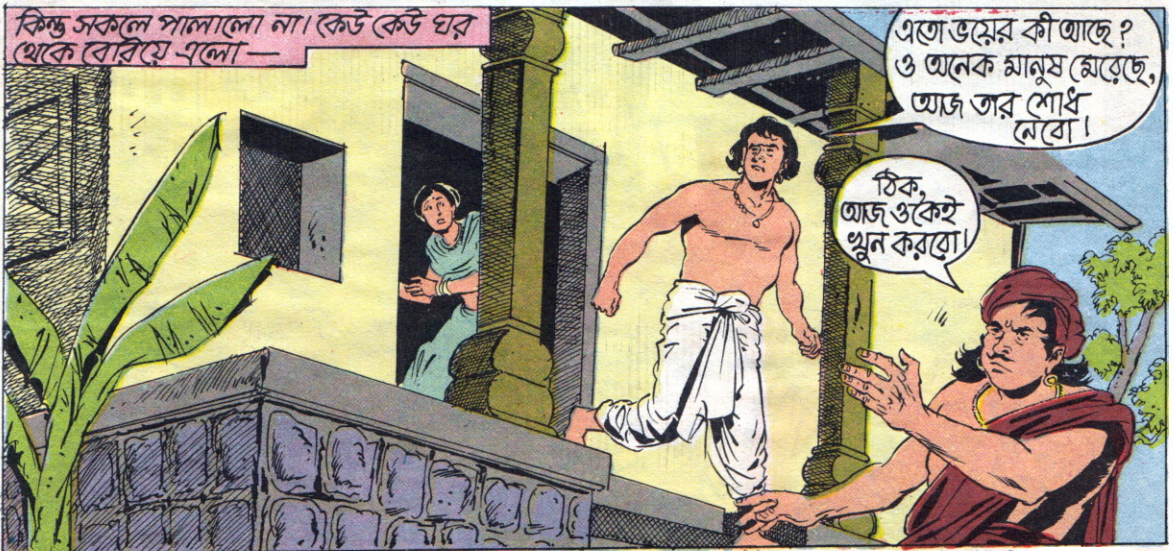




ভয়ের খবর বাতাসে ছেটে, শহরে চাকল্য সড়ে গেল।



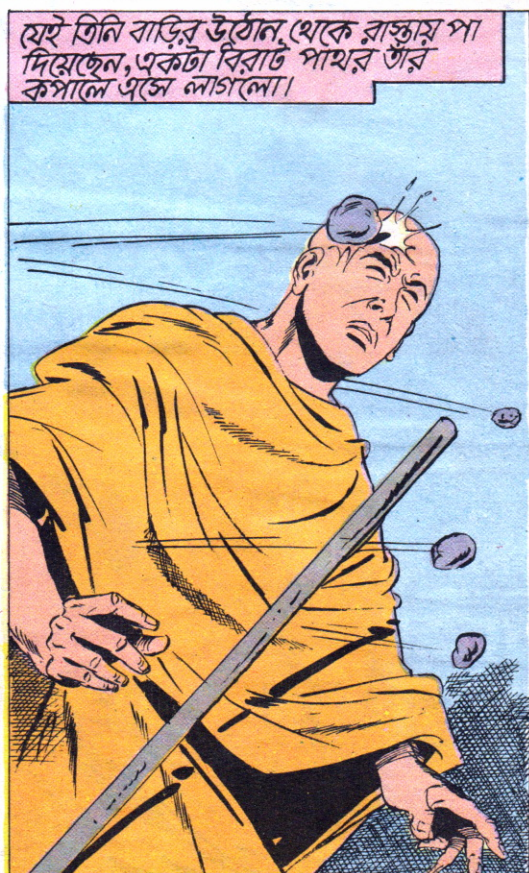
কিন্তু সকলে পালানো না। কেউ কেউ ঘর
থেকে বেরিয়ে এলো—



হাতের কাছে যে যা পেলো, তাই নিয়ে তারা
রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।



যেই তিনি বাড়ির উঠান থেকে রাস্তায় পা
দিয়েছেন, একটা বিরাট পাথর তাঁর
কপালে এসে লাগলো।

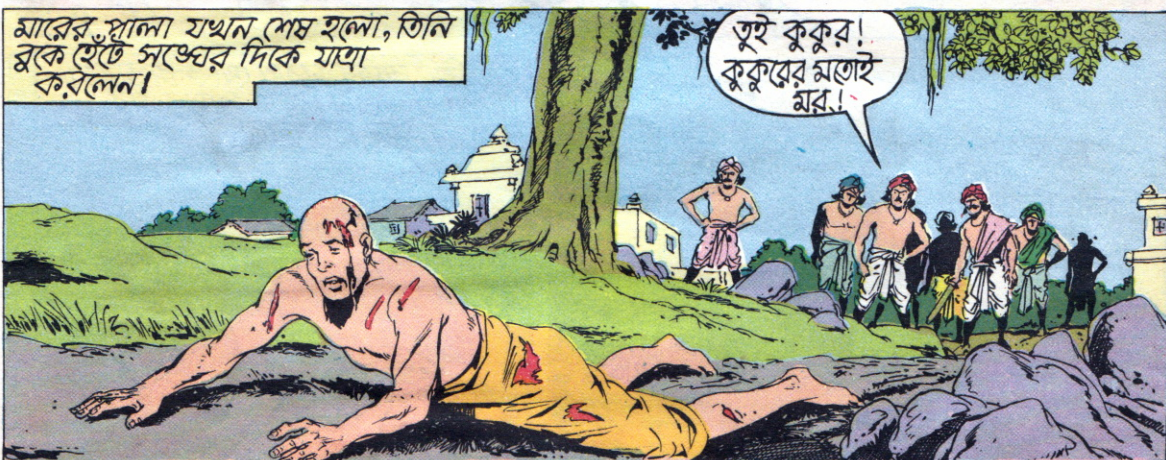


তারপর শুরু হলো অবিরাম পাথর বৃষ্টি।

কুদ্ধ জনতা প্রতিহিংসায় হাতে উঠলো।



মারের স্থানটা যখন শেষ হলো, তিনি বকে হেঁটে সন্ধ্যার দিকে যাবা করলেন।



যখন তিনি ঘাঠে পৌঁছালেন—



* আমি বুদ্ধের শরন নিলাম

